জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তারা

এখনি জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন

বিএনটিটিপি ডেস্ক

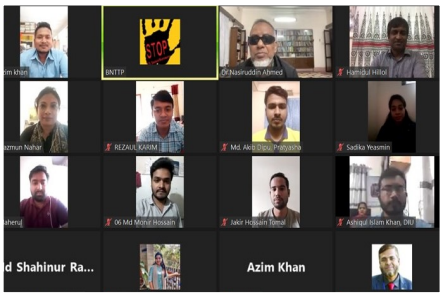

তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হলো তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বাড়িয়ে এর সহজলভ্যতাকে কমিয়ে আনা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি বিশ্বব্যাপি সমাদৃত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে হলে চলতি অর্থবছর থেকে সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ও একটি শক্তিশালী জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন এখনি প্রয়োজন। গত ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১ টায় 'ইকোনোমিক্স অব ... বিস্তারিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (এইচইইউ) ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) যৌথভাবে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ এ 'জাতীয় তামাক কর নীতি'র খসড়া প্রস্তাব বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করে।

ভারতে সিগারেট-বিড়ির কর বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিলো কেন্দ্রীয় সরকার

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেট, বিড়িসহ সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যে আরও কর বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছে মোদী সরকার। ইতোমধ্যে তামাকজাত দ্রব্যে কর নীতি ঠিক করতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির বাজেটেই এ কর বৃদ্ধির সুপারিশ করবে এই বিশেষজ্ঞ কমিটি। জিএসটি (Goods and services tax) চালু হওয়ার পরে তামাকের ওপরে ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

প্রায় দু'বছরের কোভিড মহামারীতে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৮ হাজারের মত মানুষ। কিন্তু তামাক সেবনজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর মারা যায় প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার মানুষ। অর্থাৎ কোভিডের চেয়ে তামাকের কারণে মৃত্যুহার প্রায় ১২ গুণ বেশি। তাই বলা যায়, কোভিডের চেয়ে বড় মহামারীর নাম 'তামাক'! অথচ ... বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- এখনি জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন
- ভারতে সিগারেট-বিড়ির কর বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিলো কেন্দ্রীয় সরকার
- ই-সিগারেট নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তহীনতায় বাড়ছে বিপদ
- ধূমপানমুক্ত প্রজন্ম গড়তে সিগারেট নিষিদ্ধ করছে নিউজিল্যান্ড
- তামাক কোম্পানিকে দেয়া পুরস্কার প্রত্যাহারের আহ্বান
- তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়াতে হবে : ডিএনসিসি মেয়র
- আইন ভেঙ্গে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় প্রথম স্থানে বিএটিবি
- দেশে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেসময় তিনি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো বিকল্প নেই।
বাংলাদেশের তামাক কর নীতি ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতিকথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com
website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
ফাতিমা কাসফি

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১

ই-সিগারেট নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তহীনতায় বাড়ছে বিপদ

ইব্রাহীম খলিল

ইলেক্ট্রিক বা ই-সিগারেট কী সেটা হয়তো বর্তমানে দীর্ঘ সংজ্ঞাকারে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র, নাটক কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে অনেকেই দেখেছেন। বর্তমানে সারাবিশ্বের প্রায় ৪০টির বেশি দেশ ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে। সর্বশেষ গত সপ্তাহে এশিয়ার বিজনেস হাব খ্যাত হংকং ই-সিগারেটকে নিষিদ্ধ করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকাতেও ই-সিগারেট নিষিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্কতার পর দেশটির... বিস্তারিত

ধূমপানমুক্ত প্রজন্ম গড়তে সিগারেট নিষিদ্ধ করছে নিউজিল্যান্ড

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধূমপানমুক্ত করতে বয়সে তরুণদের কাছে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করতে চলেছে নিউজিল্যান্ড। বিবিসি জানিয়েছে, ২০০৮ সালের পর জন্ম নেওয়া কেউ জীবদ্দশায় সিগারেট বা তামাকজাত দ্রব্য কিনতে পারবে না। আগামী বছর এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। ... বিস্তারিত

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার

তামাক কোম্পানিকে দেয়া পুরস্কার প্রত্যাহারের আহ্বান

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯' দেয়ার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশে কর্মরত তামাক বিরোধী ২৯টি সংগঠন। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন এটা তার সাথে সাংঘর্ষিক। একইসঙ্গে যেভাবে তড়িঘড়ি করে হঠকারি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তা অত্যন্ত লজ্জাকর। তাই অবিলম্বে নিজেদের ভুল স্বীকার করে প্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে ... বিস্তারিত

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়াতে হবে : ডিএনসিসি মেয়র

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সুস্থতার জন্য ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। গত ১৭ ডিসেম্বর রাজধানীর বনানীতে টিঅ্যান্ডটি স্কুল মাঠে 'বিডি ক্লিন' আয়োজিত পরিত্যক্ত সিগারেট ফিল্টারের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। মেয়র আতিক বলেন, 'মহান বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পরিবেশদূষণ রোধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিডি ক্লিনের সদস্যরা সারা দেশের রাস্তা-ঘাট থেকে সংগৃহীত পরিবেশ দূষণকারী ৫ কোটি সিগারেট ফিল্টার এবং ৩০ লাখ পরিত্যক্ত ... বিস্তারিত

আইন ভেঙ্গে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় প্রথম স্থানে বিএটিবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বাংলাদেশে তামাক সেবন ও এর প্রচার-প্রসারের ওপর এক বছরের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কয়েকটি তামাক বিরোধী সংস্থা। ওই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ক্ষতিকর তামাকের প্রচারে এগিয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিএবি)। গত ৩ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের বর্তমান চিত্র ও করণীয় নিয়ে যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজনে করে ... বিস্তারিত

দেশে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাক কোম্পানির অব্যাহত হস্তক্ষেপে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। 'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক, ২০২১' এ বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ৭২। গত বছর এ স্কোর ছিল ৬৮। কোভিড-১৯ মহামারিতে কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী কার্যক্রমে হুমকির মুখে পড়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-এর কার্যকর বাস্তবায়ন এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। 'তামাক কোম্পানির ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১

এখনি জাতীয় তামাক কর নীতি

প্রথম পাতার পর

ট্যোবাকো ট্যাক্সেশন: পাবলিক হেলথ পার্সপেকটিভ' শিরোনামে তিন দিনব্যাপী এক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা একথা বলেন।

গত ২৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর যৌথ আয়োজনে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক। মিটিং সফটওয়ার জুমে এ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির সাধারণ সম্পদক ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। বক্তব্যে অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, যথোপযুক্ত পদ্ধতি ও পরিমাণে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধিসহ সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানি নানা অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা নানা রূপকথা তৈরি করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান তামাক কোম্পানির এসব অপকৌশল বুঝতে এবং তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি তামাক কর বিষয়ক অধিকতর জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, সহকারি অধ্যাপক মো. নাজমুল হোসেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনার অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ সংবাদদাতা সুশান্ত সিনহা এবং অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল হিল্লোল।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দ্য ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণে গণমাধ্যম কর্মী, উন্নয়ন কর্মী, তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এসময় তারা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধিতে একসাথে কাজ করারও প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

কর বাড়াতে হবে : ডিএনসিসি মেয়র

প্রথম পাতার পর

প্লাস্টিক বোতল দ্বারা যে অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।' তিনি জানান, 'সেভ আর্থ, সেভ বাংলাদেশ সিজন-২' শিরোনামের প্রদর্শনীটির স্লোগান হলো—'প্লাস্টিক সামগ্রী ও ধূমপান পরবর্তী ফিল্টার দূষণ রোধে হতে হবে সচেতন, চলুন মিলেমিশে গড়ি বাসযোগ্য বাংলাদেশ করে অতীব যতন।' এ স্লোগান সময়োপযোগী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে জানান ডিএনসিসি মেয়র।

মেয়র আতিক জনসচেতনতামূলক প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সেলিম রেজাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, স্থানীয় কাউন্সিলরগণ এবং বিডি ক্লিনের প্রতিষ্ঠাতা ফরিদ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : রাইজিং বিডি ডটকম

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

ভারতে সিগারেট-বিড়ির কর বৃদ্ধির ইঙ্গিত

প্রথম পাতার পর

সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি আদায় করা হয়। তার ওপরে তামাক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে জিএসটি-র পরেও অতিরিক্ত সেস (উপকর) চাপানো হয়। যেমন কোনও নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের তামাকে জিএসটি -অতিরিক্ত ৬৫ শতাংশ সেস কর চাপানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশটিতে সিগারেট, বিড়ি, তামাকে করের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় যথেষ্ট কম বলে ব্যাখ্যা দিয়েছে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত তামাকজাত দ্রব্যে ৭৫ শতাংশ কর বসানো উচিত। দাম সাধ্যের বাইরে চলে গেলে অনেকেই তামাক সেবন ছাড়তে বাধ্য হবেন। যাঁরা ছাড়বেন না, তাঁরা অন্তত সিগারেট, বিড়ি খাওয়া কমাবেন। জিএসটি চালু হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে, কর ছাড় ইত্যাদি বাদ দিয়ে সিগারেটের উপরে ৫২.৭ শতাংশ কর আদায় হচ্ছে। বিড়িতে মাত্র ২২ শতাংশ এবং অন্যান্য তামাকে ৬৩.৮ শতাংশ।''

দেশটিতে ২০১৮-১৯-এ সিগারেট থেকে কর আদায় হয়েছিল ৩৪,৮৩০ কোটি টাকা। ২০১৯-২০-তে হয়েছিল ৩৫,৬০০ কোটি টাকা। ভারতে তামাক সেবনকারীর সংখ্যায় গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়।

সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সিগারেট নিষিদ্ধ করছে নিউজিল্যান্ড

দ্বিতীয় পাতার পর

নিউ নিউজিল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আয়েশা ভেরল বলেন, 'তরুণেরা যেন কখনওই ধূমপান শুরু করতে না পারে সেটি নিশ্চিত করতে চাই আমরা।'

গত ৯ ডিসেম্বর ২০২১, বৃহস্পতিবার ধূমপানের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষিত কঠোর অভিযানের অংশ হিসেবে একথা জানায়। এ পদক্ষেপকে 'বিশ্বে নেতৃস্থানীয় সংস্কার' উল্লেখ করে স্বাগত জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। এর আওতায় তামাক বিক্রি এবং সিগারেটে নিকোটিনের মাত্রা কমানো হবে।

ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যানেট হুক বলেন, এ সিদ্ধান্ত মানুষকে ক্ষতিকারক পণ্য পরিহার করা কিংবা কম ক্ষতিকারক পণ্যের দিকে ঝুঁকতে সাহায্য করবে। তরুণদের নিকোটিনে আসক্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমবে।

নিউ জিল্যান্ড ২০২৫ সালের মধ্যে ধূমপানের হার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়সংকল্প নিয়েছে। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় ১৩ শতাংশ ধূমপান করে। তবে আদিবাসী মাওরিদের মধ্যে এ হার ৩১ শতাংশ, যাদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর হারও বেশি।

সূত্র : বিবিসি।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

'কোভিড মহামারী' নিয়ন্ত্রণে আমাদের যত মনযোগ 'তামাক মহামারী' নিয়ন্ত্রণে আমাদের মনযোগ তার ধারে-কাছেও নেই।

একথা খুবই সহজবোধ্য যে, মানুষের জীবনের চেয়ে রাজস্ব আয়ের বিবেচনা কখনোই বড় হতে পারে না। কিন্তু বছর-বছর ধরে আমরা এই ভুল পথেই হেঁটে চলেছি। অনেকগুলো ভুল নীতি আমাদের এই ভুল পথে হাটার ব্যবস্থাটিকে অনেক পোক্ত করে রেখেছে। এইসব ভুল নীতি আমাদের এসডিজি অর্জন, জন-বান্ধব নীতিসমূহের বাস্তবায়ন ও সভ্যতার বিবেচনায় সঠিক নীতি চর্চার সাথে চরম সাংঘর্ষিক হলেও জনস্বার্থের বিপরীতে এর প্রয়োগ থেমে নেই।

Control of Essential Commodities Act, 1956 পাকিস্তানকালে প্রণিত একটি আইন। এই আইনের ধারা ২ এর উপধারা (a)(xxx) এ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে সিগারেটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রণালয়ের নথিতে তামাক কে অর্থকরী ফসলের স্বীকৃতি দিয়ে এর পক্ষে একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরীর সুযোগ করে রাখে হয়েছে। কৃষক তার উৎপাদিত অনেক পণের ন্যায্য মূল্য পায়না। তা নিয়ে দুঃচিন্তা না থাকলেও কৃষি মন্ত্রণালয়ে তামাক পাতার মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য আলাদা কমিটি রয়েছে।

মানুষকে তামাকের ভয়ংকর ক্ষতি থেকে বাঁচাতে সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশেকে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডাররা যখন সেই লক্ষ্যে কাজ করছে তখন এমন অনেক সাংঘর্ষিক বিষয়াদি এর সমান্তরালে ঘটে চলেছে। এমন দ্বৈততা দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে কঠিন করে তুলেছে।

জনকল্যাণ এবং তামাক বাণিজ্য এই পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয় নীতিতে একই সাথে গুরুত্ব পেতে পারে না। 'জনকল্যাণ সর্বাগ্রে' এটি বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশেকে তামাক মুক্ত করতে হলে আইন ও নীতির এমন দ্বৈততা দুর করতে হবে। নীতির এমন অসামঞ্জস্যতা রেখে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব নয়।

তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকার আইন ও নীতির এমন দ্বৈততা দুর করতে ত্বরিত পদক্ষেপ নেবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে দশম সংখ্যায় 'ষষ্ঠ অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

ষষ্ঠ অধ্যায় মূলত 'তামাকের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মোট ৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এর প্রথম অনুচ্ছেদে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অবৈধ বাণিজ্য বিষয়ক প্রটোকল (illicit tobacco trade protocol) অনুসমর্থনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ব্যান্ডরোলের পুনঃব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে অবৈধ বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুসারে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা এবং চতুর্থ অনুচ্ছেদে ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন বা অন্য কোনো প্রযুক্তিভিত্তিক বিক্রয়-ব্যবস্থার মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের বিক্রি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, তামাক পণ্যের প্রতিটি প্যাকেট আলাদা চিহ্নিত ও স্ক্যান করার জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হবে। একইসঙ্গে তামাক পণ্যের প্যাকেজে উৎপাদনের তারিখ ও অবস্থান; উৎপাদনের সুবিধা; তামাক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিন সম্পর্কিত তথ্য; পণ্য পরিবর্তন ও উৎপাদনের সময়; প্রথম গ্রাহকের নাম, তালিকা, অর্ডার নম্বর ও অর্থ প্রদানের রেকর্ড রাখতে হবে যিনি কোনোভাবেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নন; খুচরা বিক্রয়ের সম্ভাব্য বাজার; পণ্যের যথাযথ বিবরণ এবং গুদামজাত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্যসমূহ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১

ই-সিগারেট নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তহীনতায়

দ্বিতীয় পাতার পর

অনেক রাজ্যও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর প্রধান কারণ স্বাস্থ্য ঝুঁকি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুটেস মেডিকেলের একদল গবেষক জানিয়েছেন, ই-সিগারেট মস্তিষ্কে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, ই-সিগারেটের কার্সিনোজেনিক রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। পাশাপাশি ই-সিগারেটের তীব্র ধোঁয়া ও রাসায়নিকের প্রভাবে রোগ-প্রতিরোধকারী কোষ অকার্যকর হয়ে ফুসফুসের রোগ ও শ্বাসযন্ত্রে ইনফেকশন হতে পারে। একইসঙ্গে সাধারণ সিগারেটের মতোই ই-সিগারেটেও থাকে ক্ষতিকর ও আসক্তি সৃষ্টিকারী রাসায়নিক 'নিকোটিন'তাই এটাও নেশায় রূপ নেয়।

অন্যদিকে 'জার্নাল অব অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ'-এ ছাপা এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'তামাকযুক্ত সিগারেট সেবনকারীদের তুলনায় ই-সিগারেট ব্যবহারকারীদের করোনা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি এবং করোনাকালে সেটির মাত্রা বেশি হওয়ার আশঙ্কা অনেক'। করোনাকালীন সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে ধূমপায়ীরা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের চেয়ে ১৪ গুণ বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। ফলে সহজেই অনুমান করা যায় ই-সিগারেট ব্যবহারকারীরা কতোটা বিপদের সম্মুখীন।

ওই গবেষণা দলের সদস্প্র চিকিৎসক ফারিবা রেজায়ি জানান, 'ই-সিগারেট ব্যবহারকারীদের পরবর্তী সময়ে ফুসফুসের সমস্প্রা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়'! অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছে, ২০২০–এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশটির বিভিন্ন হাসপাতালে ই-সিগারেট ব্যবহার করে ফুসফুসজনিত জটিলতা নিয়ে ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা ভেবে ২০১৯ সালে নিউইয়র্ক ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করে।

এখন প্রশ্ন হলো বাংলাদেশে ই-সিগারেট নিয়ে কেনো জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন? এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় নেয়া। দেশে বর্তমানে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ৩৫ শতাংশের বেশি মানুষ কোনো না কোনো ধরনের তামাক সেবন করেন। তরুণদের মধ্যে কথিত আধুনিকতা ও কোম্পানির প্রচারণায় পড়ে ই-সিগারেট গ্রহণের মাত্রা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, ২০১১ সালে বৈশ্বিকভাবে ই-সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিলো ৭০ লাখ। যেটা ২০১৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ। বাজার বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ইউরোমনিটর বলেছে, ২০২১ সালে বিশ্বে ই-সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশেও ই-সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা উদ্বেগজনক। কারণ ২০১৭ সালের এক হিসাব অনুযায়ী সেসময় দেশে ই-সিগারেট ব্যবহারীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ। ফলে গত চার বছরে এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণে কাছাকাছি হয়েছে বলেই অনুমান করা যায়। কারণ দেশের ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো যে হারে অনলাইনে ই-সিগারেট বিক্রি ও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাতে তরুণদের আকৃষ্ট না হয়ে কোনো উপায় নেই। 'দারাজ', 'আজকের ডিল' 'অথবা ডটকম'সহ দেশের খ্যাতনামা ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো ২৫০ টাকা থেকে ৯০০০ টাকার ই-সিগারেট ও ই-সিগারেটের নানা উপকরণ বিক্রি করছে। দেশে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকায় দারাজের মতো খ্যাতমান ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোও দেদারসে ই-সিগারেট বিক্রি করছে। একইসঙ্গে বিক্রি ও গ্রহণ নিষিদ্ধ না হওয়ায় এর মান নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারিতেও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নেই।

২০১৯ সালে ভারতে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ হলে বাংলাদেশও আইন সংশোধনের মাধ্যমে ই-সিগারেট নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। তবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আপত্তিতে সে উদ্যোগ আজও সফল হয়নি। ফলে অনলাইনসহ যত্রতত্র বিক্রির পাশাপাশি রাজধানীর বিভিন্ন বিপণিবিতানে ই-সিগারেটের যন্ত্র ও এর উপাদান কিনতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও গড়ে উঠেছে ভ্যাপিং ক্লাবও। একইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও চলছে নানা কোম্পানির তৎপরতা। ফলে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ই-সিগারেটের বাণিজ্য। তাই ব্যপক ব্যবহার হওয়ার আগে শুরুতেই এটার বন্ধ করা প্রয়োজন। কারণ জনপ্রিয় হয়ে গেলে তখন বন্ধ করা কঠিন হবে।

তবে আশার কথা হলো, সম্প্রতি দেশের ১৫৩ জন সংসদ সদস্প্র প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত একটি চিঠিতে বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানি, উৎপাদন, বিক্রি, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছেন। তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোও এ বিষয়ে আওয়াজ তুলছে। তবে অতি দ্রুত যদি ই-সিগারেট বিক্রি-উৎপাদন-বিপণন ও গ্রহণ নিষিদ্ধ না করা হয় তাহলে এটা দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন বিপদের কারণ হবে।

লেখক : প্রজেক্ট অফিসার, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১

পুরস্কার প্রত্যাহারের আহ্বান

দ্বিতীয় পাতার পর

তারা। গত ৫ নভেম্বর ২০২১ শুক্রবার তামাক বিরোধী ২৯টি সংগঠনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা এ বিষয়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২০ এ তামাক বা তামাক জাতীয় পণ্যভিত্তিক বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। কিন্তু যে বিবেচনায় এই নীতিমালায় তামাক কোম্পানিকে পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে সেই একই বিবেচনায় ২০১৯ সালের রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের জন্য তামাক কোম্পানিকে বিবেচনা না করলে তা হতো জনস্বার্থের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। ফলে তামাক কোম্পানিকে এই পুরস্কার প্রদান সুস্পষ্টভাবে পুরস্কার প্রদান নীতিমালার নৈতিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

তারা আরো বলেন, 'তামাক কোম্পানিগুলো এমন একটি পণ্যের বাণিজ্য করে যা মানুষকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। দেশে তামাক সেবনজনিত রোগে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ্য ৬১ হাজার লোক মারা যায় এবং চিকিৎসা ব্যয় ও উৎপাদনশীলতা হারানোর কারণে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকারও অধিক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। এই পুরস্কার প্রদান তামাক কোম্পানিকে তাদের ব্যবসা প্রসারে উৎসাহিত করবে যা দেশের জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'

তামাক কোম্পানিকে পুরস্কার প্রদানের প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বলেন, 'মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে যে শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার তা তামাক কোম্পানির মত মৃত্যুর বাণিজ্যকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে যাওয়া জনস্বার্থ বিবেচনায় যারপরনাই অনুচিত। এই পুরস্কার এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাওয়া উচিত যারা জনকল্যাণকর শিল্প উন্নয়নে অবদান রাখছে। তাই তামাক কোম্পানিকে প্রদত্ত পুরস্কার বাতিল করে জনকল্যাণকর শিল্প উন্নয়নে অবদান রাখছে এমন আরেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার প্রদানের দাবি জানাচ্ছি।'

সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানানো ২৯টি সংগঠন হলো, এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট (বাটা), বিসিসিপি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), বৃত্ত ফাউন্ডেশন, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), সিএলপিএ ট্রাস্ট, ডেভেলপমেন্ট অ্যাকটিভিটিজ অব সোসাইটি (ডাস), ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর রুরাল পুওর, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস), নাটাব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন, প্রজ্ঞা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিজান (সুপ্র), তামাকবিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, উবিনীগ, উন্নয়ন সমুন্নয়, ভয়েস, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও ইপসা।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ

দ্বিতীয় পাতার পর

হস্তক্ষেপ সূচক, বাংলাদেশ ২০২১' শীর্ষক প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। ২৮ নভেম্বর ২০২১ রোববার ঢাকায় প্রকাশিত 'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক : এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ২০২১' গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি, সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং জাতীয় তামাকবিরোধী মঞ্চের আহ্বায়ক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বেড়েছে এবং আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনাবলি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি হয়নি। আবারও কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার বিষয়টি উঠে এসেছে গবেষণা প্রতিবেদনে। জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই) কোম্পানির পক্ষে অর্থমন্ত্রীকে লেখা জাপানি রাষ্ট্রদূতের চিঠিতে বলা হয়েছে, জেটিআই-এর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোনো তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ জাপানি বিনিয়োগের (এফডিআই) পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

গবেষণায়, ২০২০ সালে করোনা মহামারি চলাকালে তামাক কোম্পানিগুলোকে যেভাবে বিভিন্ন কথিত সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে, ইতোপূর্বে তেমনটি দেখা যায়নি।

মহামারিসৃষ্ট সংকটের সুযোগ নিয়ে দাতব্য কাজের নামে যেমন আগ্রাসীভাবে ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়িয়েছে, অন্যদিকে সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রভাবশালী সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সান্নিধ্যে এসে ভবিষ্যৎ হস্তক্ষেপের পথ সুগম করেছে তামাক কোম্পানিগুলো। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পক্ষ থেকেও তামাক কোম্পানিগুলোকে পুরস্কৃত করতে দেখা গেছে।

গবেষণায় সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপসমূহ কীভাবে আমলে নেয় এবং সেগুলো মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়, তা এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ গাইডলাইনের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। সূচকে স্কোর যত বেশি, হস্তক্ষেপ তত বেশি। ব্লুমবার্গ ফিল্যানথ্রপিসের স্টপ (স্টপিং টোব্যাকো অরগানাইজেশন্স অ্যান্ড প্রোডাক্টস) প্রজেক্টের আওতায় এ গবেষণায় সার্বিক সহযোগিতা করেছে গ্লোবাল সেন্টার ফর গুড গভার্নেন্স ইন টোব্যাকো কন্ট্রোল (জিজিটিসি), থামাসাত ইউনিভার্সিটি থাইল্যান্ড।

সূত্র : খোলা কাগজ

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ১০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২১

বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় প্রথম স্থানে বিএটিবি

দ্বিতীয় পাতার পর

গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, এইড ফাউন্ডেশন, টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এবং ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট। সংবাদ সম্মেলনে ২০২০ সালের আগস্ট থেকে ২০২১ সালের আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশের মাঠপর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তুলে আনা তামাক কোম্পানির আইন লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরা হয়।

গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে মোট প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। যা জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে ধোঁয়াযুক্ত তামাক সেবনকারীর সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লাখেরও বেশি মানুষ; যা মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ। অপরদিকে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য ব্যবহার করেন ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ; যা মোট জনসংখ্যার ২০ দশমিক ৬ শতাংশ।

ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের ক্ষেত্রে- গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি বরিশাল বিভাগে মোট ১২টি এলাকায় তামাক পণ্য বিক্রির সময় ২১ হাজার ৪৮০টি আইন লঙ্ঘনের চিত্র খুঁজে পেয়েছে। নাটাব ছয়টি সিটি করপোরেশন এলাকায় তামাক পণ্য বিক্রিতে ১২ হাজার ১৫২টি আইন লঙ্ঘনের চিত্র শনাক্ত করেছে। এইড ফাউন্ডেশন খুলনার একটি সিটি করপোরেশন এবং ৯টি সদর পৌরসভায় তামাক পণ্য বিক্রির সময় ১০ হাজার ৩৫২টি আইন লঙ্ঘনের চিত্র খুঁজে পেয়েছে। ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ২১টি জেলা এবং ২৯টি উপজেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের চিত্র শনাক্ত করেছে।

যেসব প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে ক্ষতিকর তামাকের সবচেয়ে বেশি প্রচার করেছে

করোনাকালে ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট পরিচালিত এক পৃথক গবেষণায় তামাকের সর্বাধিক প্রচার সংক্রান্ত তথ্যে প্রথমে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (গোল্ডলিফ ৪৭.৯ শতাংশ, বেনসন অ্যান্ড হেজেস ৪০.৫ শতাংশ, ডার্বি ৪০.৫ শতাংশ, স্টার ৩৪.৭ শতাংশ) সবচেয়ে বেশি প্রচার দেখা যায়। জাপান টোব্যাকো কোম্পানির শেখ সিগারেট ১৮.২ শতাংশ, ঢাকা টোব্যাকোর নেভি ২৮.৯ শতাংশ ছাড়াও বিএটিবির হলিউড ১৩.২ শতাংশ, ফিলিপ মরিস কোম্পানির মালবোবোরো সিগারেটের ৮.৩ শতাংশ প্রচার দেখা যায়।

প্রচারের ধরন

মোট ৩০টির অধিক উপায়ে প্রচার প্রদর্শনের তথ্য পাওয়া গেছে। পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, সাইনেজ, খালি প্যাকেট ও সিগারেট ডিসপ্লে, ডিসকাউন্ট, প্রোমশনাল স্টিকার, ফ্লায়ার, মেকাপ বক্স, ব্যানার, ভিডিও প্রদর্শন, ক্যালেন্ডার, পোর্টেবল সাইন, ফ্রি স্ট্যান্ডিং বোর্ড, ফাইল কাভারের মাধ্যমে প্রচার করা, গ্লাস উইন্ডো ব্যবহার, তামাকজাত দ্রব্যের ছবি সম্বলিত ভ্যান, ক্যাশব্যাগে তামাকজাত দ্রব্যের ছবি ব্যবহার, শোকেস, টি-শার্ট, ক্যাপ, বড় ডামি প্যাকেট, ছাতা, ঘড়ি, তামাকজাত দ্রব্য দোকানে সাজানো, টোবাকো সাইনযুক্ত উপহার, ধূমপায়ীদের জন্য 'স্মোকিং কর্নার' তৈরি, সরাসরি ফোনে তামাক কোম্পানি থেকে কল এবং এসএমএস প্রেরণ, অধিক বিক্রয় হয় বা গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থানে অবস্থিত বিক্রয়কেন্দ্রর ব্যবসায়ীদেরকে তামাক কোম্পানিগুলো স্থানীয় ডিলার পার্টনার করে নিচ্ছে।

এছাড়া বিক্রি বাড়াতে তামাকপণ্য বিক্রয়কারীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার প্রলোভনে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে, ফ্রি সিগারেট, আকর্ষণীয় লাইটার, মানিব্যাগ, কোম্পানির ন্যাম-লোগো সম্বলিত টি-শার্টসহ বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী দিচ্ছে বলে গবেষণায় প্রকাশ কর হয়।
এছাড়া বিনোদন সম্বলিত টি-শার্ট পরিধান ও তামাকের স্টিকারযুক্ত উপহার দেওয়া হয়েছে, যা একধরনের পরোক্ষ প্রচার। সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারে বাদ্যযন্ত্রসহকারে গান গেয়ে বিড়ির প্রচারণা করতে দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তামাক কোম্পানিগুলোর নানা ধরনের প্রচারণা পরিলক্ষিত হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন দোকানদারের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে তামাক কোম্পানিগুলো দোকানদারকে জরিমানার ওই অর্থ পরিশোধ করে দিচ্ছে। পরবর্তীতে দোকানদার পুনরায় প্রচার প্রচারণার উৎসাহিত হচ্ছেন এবং জরিমানা করে খুব বেশি থামানো যাচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্যের হোলসেলার বা এজেন্ট স্থানীয় রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী হওয়ার কারণে সমস্প্রা তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান